নৃবিজ্ঞান চর্চায় পুরুষ নৃবিজ্ঞানী ঃ প্রাধান্য না পক্ষপাতিত্ব

রাশেদা আখতার*

ভূমিকাঃ

নৃবিজ্ঞানী চর্চার শুরু থেকেই পুরুষ নৃবিজ্ঞানীরা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। নৃবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকায় যারা নৃবিজ্ঞানের জনক তারা সবাই ছিলেন পুরুষ। এতে নৃবিজ্ঞান চর্চার মান বা গুণে যে ঘাটতি ছিল তা নয়, নৃবিজ্ঞান তার স্বকীয়তা, অনন্যতা ও নিজস্ব দৃষ্টিকোণ নিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং সমৃদ্ধ করেছে সামগ্রিকভাবে সমাজবিজ্ঞানকেও। অধুনা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে পুরুষ আধিপত্যভিত্তিক সমাজ বিজ্ঞানে নারীদের অবস্থান নিয়ে এবং পুরুষরা তাদের লেখায় নারীদের কিভাবে আনছে। আর তাই পুরুষ আধিপত্য বা পক্ষপাতিত্বের কথা বলা হচ্ছে। অবশ্য এটা শুধু নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং সকল সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঐতিহাসিকভাবে নারীকে এড়িয়ে যাওয়া খুব দূরূহ ব্যাপার। আর সেজন্যে সামাজিক নৃবিজ্ঞানে নারীর অবস্থানকে দেখা হয় দ্ব্যর্থক হিসেবে। তবে সনাতন নৃবিজ্ঞানে নারীকে তুচ্ছ করা হয়নি। আর তাই সম্প্রতি নৃবিজ্ঞানীরা নারীদের অবস্থান নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করেন। তবে নৃবিজ্ঞানের জনক হিসেবে ম্যালিনস্কী এবং রেডক্লিফ ব্রাউন যথাক্রমে ১৯২০ দশক এবং ১৯৩০ দশকে নৃবিজ্ঞানকে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করেন–যেখানে অভিজ্ঞতা লব্ধ মাঠকর্মকে জোর দেয়া হয়। নৃবৈজ্ঞানিক লেখায় নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হবে সে সমস্যা থেকেই ৭০ দশকের প্রথম দিকে 'Anthropology of Women' বা নারীর নৃবিজ্ঞান নামে নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। তা থেকেই প্রারম্ভিক সমস্যার মধ্যে খুব দ্রুতভাবে "পুরুষ পক্ষপাতিত্বের" বিষয় চলে আসে[১]। নারীবাদী নৃবিজ্ঞানী Ardener এর মতে – "At the level of 'observation' in field work, the behavior of women has, of course, like that of man, been exhaustively

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

plotted, their marriages, their economic activity, their rites and the rest.'[২]

নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের প্রসঙ্গ যখনই আসে তথনই এর সাথে দু'টি বিষয় জড়িত হয়ে পড়ে–যেমন, "male dominance" বা পুরুষ আধিপত্য এবং "male prevalence" বা পুরুষ প্রাধান্য। তাহলে কি বলা যায় পুরুষ আধিপত্য ও পুরুষ প্রাধান্যের কারণেই নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান? নাকি পুরুষ নৃবিজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধিই পুরুষ পক্ষপাতিত্বের মুল কারণ? কিংবা সমাজ তথা নৃবিজ্ঞানে ধারণাগত দিক থেকে বা সমাজের মতার্দশগত কারণে নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান? এ প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রবন্ধে উপরোক্ত ইস্যুজগুলোকে সামনে রেখেই নৃবিজ্ঞান চর্চায় পুরুষের ভূমিকা এবং তাদের কাজে নারীরা কিভাবে আলোচিত হয়েছে তা দেখানোর প্রয়াস চালানো হবে।

এ প্রবন্ধে কয়েকটি অংশ রয়েছে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে রয়েছে – পক্ষপাতমূলক ধারণাঃ একটি ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অংশে আমি 'নারীর নৃবিজ্ঞানঃ একটি সময়োচিত সংযোজন' হিসেবে বিষয়টিকে দেখাতে চেষ্টা করবো। তৃতীয় অংশে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী পুরুষ পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ কিভাবে দেখেন তা আলোচনার চেষ্টা করবো। প্রবন্ধের চতুর্থ অংশে পুরুষ আধিপত্যের কারণগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো এবং পঞ্চম অংশে আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানের স্বরূপ কিছু মাঠকর্ম ভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করবো।

পক্ষপাতমূলক ধারণা ঃ একটি ব্যাখ্যা

মূল বক্তব্যে যাওয়ার পূর্বে আমাদের 'পক্ষপাত' বিষয়টি কি–তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, বস্তুতঃ পুরুষ পক্ষপাতিত্ব বিষয়টি মূলত একটি আপেক্ষিক বিষয়। কেননা, একজন মহিলা নৃবিজ্ঞানী হিসেবে পক্ষপাতিত্বকে যেভাবে দেখাবো, একজন পুরুষ নৃবিজ্ঞানী তাকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে পারেন। শুধু তাইই নয়–একজন ব্যক্তি পক্ষপাতিত্বকে যেভাবে দেখবে অন্যজন সেভাবে দেখবেনা। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষে এর ধারণা ভিন্ন হতে পারে–কোন দৃষ্টিভঙ্গীকেই চূড়ান্ত বলা যায় না। আর সেই প্রেক্ষাপটেই পক্ষপাতকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পক্ষপাত হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা না করে এক পক্ষকে অধিক প্রাধান্য দেয়া এবং অন্যপক্ষকে প্রাধান্য না দেয়া। পক্ষপাত বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। যেমন ঃ Cultural bias (Douglas)[৩], Courtesy bias (Speckman)[৪], Factual bias (Johnson)[৫], Victorian bias

(Brown)[৬]. Gould and Kolb পক্ষপাতকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে– "The term bias has currently a wide reference often being equated with prejudice, the state of being loaded, incomplete and unrepresentative"[৭]. Kay Milton এর মতে, বিশেষভবে নৃবিজ্ঞানী এবং তাদের তথ্যপ্রদানকারীদের প্রেক্ষাপটে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে "Attitude of Mind বা মনের মনোভাব।[৮] নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের তথা পুরুষ আধিপত্যের সূত্র ধরেই অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নারীর প্রকৃতি এবং অবস্থান সম্পর্কে পুরুষ ও নারী এথনোগ্রাফারদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা এবং সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও ভিন্ন হয়। পুরুষ এথনোগ্রাফাররা বলে থাকেন যে নারী হচ্ছে পবিত্র, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন এবং আচারানুষ্ঠানের বাইরে। অপরদিকে মহিলা এথনোগ্রাফাররা ব্যাখ্যা করেন যে, জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা বিদ্যমান। তবে নারীর আচারানুষ্ঠানের গুরুত্বও পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৯] বস্তুতঃ নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের দ্বৈতবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একদিকে তাত্ত্বিক কাঠামোগত পক্ষপাত যা নৃবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকে ও নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে। অপরদিকে এথনোগ্রাফীক উপাত্ত বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে পক্ষপাত। তত্ত্বের মধ্যেকার পক্ষপাতিত্ব প্রাথমিকভাবে পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এ প্রভাব বৃহত্তর পক্ষপাাতিত্বের সাথে সম্পর্কিত। তত্ত্বগত পক্ষপাতিত্ব পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সমাজের মধ্যে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। অন্যদিকে এথনোগ্রাফীর মধ্যেকার পক্ষপাতিত্ব তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে জড়িত যা নৃবিজ্ঞানীরা মাঠকর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও এথনোগ্রাফারের মাধ্যমে সমাজের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পুরুষ পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান। এক্ষেত্রে গবেষণার উপাত্ত "Native categories" বা স্থানীয়দের দৃষ্টিতে (emic term) এবং "Anthropologists categories বা নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে (etic term) সংগ্রহ করা হয়। কখনও কখনও উভয়ের সমন্বয়েও হতে পারে। কিন্তু পুরুষ এথনোগ্রাফাররা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে প্রাধান্য দানের ফলে সমাজে পুরুষ আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়।[১০] Kaberry and Goodale তাঁদের তত্ত্বে স্থানীয় এবং পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি উভয়ধারা ব্যবহার করেন।[১১] Paula Webster এর মতে, এথনোগ্রাফারের পুরুষ পক্ষপাতিত্বের কারণে নারীর উচ্চ মর্যাদা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অবদান লিপিবদ্ধ করা হয়না। এমনকি মানব সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই সৃষ্টির মাধ্যমে সমচিন্তা, কর্মকান্ড থাকা সত্বেও নারীকে "Second Sex" বলা হয়ে থাকে।[১২] আর Rosaldo and Lamphere–এর মতে----. "anth-

ropologists in writing about human culture have followed our own culture's ideological bias in treating women as relatively invisible and describing what are largely the activities and interests of men."[১৩] বস্তুতঃআমাদের সামগ্রিক সমাজের পুরুষ পক্ষপাতিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের পুরুষ পক্ষপাতিত্বেরধারা।

নারীর নৃবিজ্ঞান ঃ একটি সময়োচিত সংযোজন

নৃবিজ্ঞান তার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে এখন থেকে ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে আদিম সমাজকে কেন্দ্র করেই ছিল এর পরিধি। কিন্তু সম্প্রতি নৃবিজ্ঞান আধুনিক জটিল শিল্পায়িত সমাজ থেকে শুরু করে কৃষকসমাজ পর্যন্ত নানাবিধভাবে এর ধারাকে প্রসারিত করেছে। ফলে বর্তমানে নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ বিদ্যমান। যেমন অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধীয় (cognitive) নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা ভিত্তিক নৃবিজ্ঞান। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান বিষয়ক বিশেষ ক্ষেত্র- যেমনঃ আইনের নৃবিজ্ঞান, মৃত্যুর নৃবিজ্ঞান (Anthropology of death), ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো- যেমনঃ মার্ক্সবাদ, কাঠামোবাদ এবং প্রতীকী নৃবিজ্ঞান (Symbolic anthropology).[১৪] নৃবিজ্ঞানের বিবিধ উপ-বিভাগের মধ্যে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের ধারাও বিদ্যমান। আর সামাজিক নৃবিজ্ঞানের উপবিভাগ হিসেবে বর্তমানে নারী বিষয়ক আলোচনা (Study of women) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। Rosaldo and Lamphere এর মতে-"Within the field of anthropology a concern to understand and to change women's position has generated a number of important questions."[১৫] বস্তুতঃ নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগের একটি অংশ হিসেবে "নারীর নৃবিজ্ঞান" বা Anthropology of Women এর বিকাশ লাভ নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয়সংযোজন।

উনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকরা- যেমনঃ ব্যাকোফেন এবং মর্গানের মতে-সামাজিক বিশ্বের মানব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃতান্ত্রিক ধারা বিদ্যমান ছিল; সেখানে পুরুষের উপর নারীর ক্ষমতা ক্রিয়াশীল ছিল। রোজাল্ডোর যুক্তি হচ্ছে-এ সময় নারীরা ছিল শাসক এবং পুরুষ উত্তরাধিকারী তখন অনুপস্থিত ছিল। আর এটা অস্তিত্বের প্রাধান্যকে নির্দেশ করে, সামাজিক কর্মকান্ডকে নয়। এমনকি তা সাংস্কৃতিক নিয়মকেও প্রাধান্য দেয়। তবে এটা

আধিপত্যকারী লিঙ্গ নয় যে, যে কোন সময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করবে বরং তা সাধারণভাবে অবস্থার অগ্রগণ্যতা দাবী করবে। তখন সমাজে পুরুষের উত্তরাধিকার ছিল না ঠিকই– তবে পুরুষ প্রাধান্য ধারা হিসেবে পুরুষের অগ্রগণ্যতা ছিল বৈকি।[১৬] এমনকি, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতিতে পুরুষের উৎপাদনমুখী কাজ এবং নারীর গৃহস্থালী কাজের সমান সামাজিক তাৎপর্য বিদ্যমান ছিল। পুরুষ ও নারী সাধারণভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করে এবং সব ধরনের উৎপাদনের মূল্যায়ন ছিল একই।[১৭] অর্থাৎ তখন সমাজে নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য লিঙ্গীয়ভিত্তিক শ্রম বিভাজন বিদ্যমান ছিল।

মানব বিকাশের ক্রমমানধারার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে পিতৃতান্ত্রিক রূপের মধ্যে ক্রমেই পুরুষ আধিপত্য ক্রিয়াশীল হয়। যা হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রাধান্য। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং নারীর চেয়ে পুরুষের মূল্য বা অবস্থান উপরে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যতিত সাধারণভাবেও দেখা যায় যে– সামাজিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শের কারণেও নারী ও পুরুষের মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু নৃবিজ্ঞানীদের যুক্তি হচ্ছে যে– সমাজে নারী নিজ চেষ্টায় ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থান অর্জন করলেও সমাজ কখনও নারীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দ্বারা প্রকাশ্যে পুরুষকে অতিক্রম করতে দিতে চায়না। মানুষের সামাজিক জীবনে সার্বজনীনভাবে নারীর অধস্তনতার প্রকাশ ও ক্রিয়াশীলতার মধ্যে তার প্রভেদ বিদ্যমান।[১৮] আমরা সার্বিকভাবে দেখি যে সমাজে নারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে থাকে– তাদের মূল ভূমিকা হচ্ছে স্ত্রী ও মা হিসেবে। এবং ঘরের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য পুরুষের চেয়ে বেশী। তাছাড়া নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পুরুষ পক্ষতাতিত্ব কিংবা পুরুষ প্রাধান্য সংস্কৃতির একটি অংশ। কারণ, সমাজের সদস্য হিসেবে পুরুষ ও নারী সঙ্গী হলেও পুরুষের কর্মকান্ডের মূল্য সমাজে নারীর কর্মকান্ডের চেয়ে উপরে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে Friedl-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ "---- আমরা পুরুষ আধিপত্যকে অবস্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে সেখানে পুরুষের অধিক অগ্রগণ্যতা বিদ্যমান বুঝায়। যদিও সব সময়েই তা অধিকার ও কর্মকান্ডকে বাদ দিয়ে নয় বরং সমাজ—তা উন্নততর মূল্য হিসেবে এবং অন্যান্যদের উপর নিয়ন্ত্রণের পরিমাপকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করে"।[১৯]

নৃবিজ্ঞানী Reiter নারী আন্দোলনের উৎস্য হিসেবে লিঙ্গীয় সমতা–অসমতা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন। সেখানে তত্ত্ব ও কাঠামোর মধ্যে অনেক প্রশ্নের অবতারণা

হয়। যে সকল প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তা আমাদের সমাজের Sexism এর বিপক্ষে নারীবাদীদের সংগ্রামে সহায়তা করে।[২০] বেশীরভাগ নৃবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, মাঠকর্ম, পুনর্বিন্যাস ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে,– পুরুষের তথ্যই বেশী আমাদেরকে দিয়ে থাকে বা পুরুষ দ্বারা নারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এতে দেখা যায় যে, সব কিছুই পুরুষভিত্তিক হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য সংস্কৃতিতে গবেষণা করতে গিয়েও পুরুষ গবেষক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বাইরের লোক হিসেবে পুরষকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া, ঘরের গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তরও পুরুষ থেকে নেয়া হয়। এমনকি, নারীকে সরাসরি প্রশ্ন করলেও পুরুষ আধিপত্য ও পিতৃতান্ত্রিক প্রতিফলন, মতাদর্শের কারণে তারাও মূল বিষয়কে গোপন করে কিংবা এড়িয়ে যায়। ফলে দেখা যায়– অন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তথ্যবহুল সংবাদের ক্ষেত্রেও পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে–যা হচ্ছে অনেকটা মৌলিক ও প্রধান সমস্যা। Reiter এর মতে, প্রথমতঃ পুরুষ পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে দমনকৃত যা অনেকটা রেসভিত্তিক পক্ষপাত বা স্বজাত্যবোধের রূপ। এটা শুধুমাত্র দেখা হয় নিজস্ব তাৎপর্যপূর্ণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। তবে নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক থেকে রেসের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জীব বিজ্ঞান সংস্কৃতি হতে ভিন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ পুরুষ পক্ষপাতিত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। যা আমরা সমাজের মধ্যে বিদ্যমান পুরুষ প্রাধান্যের সমস্যার প্রেক্ষিতে চিন্তা করি।[২১] বস্তুতঃ উপরোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তার প্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে নারীর নৃবিজ্ঞান বর্তমানে নৃবিজ্ঞানে স্থান করে নিয়েছে। পরবর্তী অংশে আমি বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ কি ধরনের তা দেখানের চেষ্টা করবো।

পুরুষ পক্ষাপাতিত্বের স্বরূপ ঃ

পুরুষ পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ সমাজে কিভাবে ক্রিয়াশীল–তা বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা–চেতনার মাধ্যমে দেখা যাক্। যদি পুরুষ আধিপত্যের নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থক হয়– তবে এর উৎপত্তি বর্ণনা, বিশ্লেষণ এর বেশি কিছু নয়। Leacock এর ধারণা হচ্ছে যে– প্রাথমিক অবস্থায় সমাজগুলো ছিল লিঙ্গীয় দিক দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সমান। উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশ ও শ্রেণী সমাজের বিকাশের সাথে সাথে পুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠতার জন্ম হয়।[২২] অন্যদের (যেমনঃ Washburn and Lancaster 1968, Tiger and Fox 1971, Morris 1969) ধারণা হচ্ছে যে, পুরুষের শিকার ও নারীর মাতৃত্বের মধ্যেকার শ্রমবিভাজনের মধ্যে সর্বদাই জড়িত রয়েছে কিছুটা পুরুষ আধিপত্য। এছাড়াও অন্যদের ধারণা যেমনঃ Levi-Strauss এর মতে–বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে

পুরুষ কর্তৃক নারীর বিনিময় ছিল সংস্কৃতির মধ্যমণি।[২৩] একইভাবে Leibowitz বিশ্বাস করেন যে– সামাজিক ভূমিকার বিভিন্নতার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হচ্ছে লিঙ্গের মধ্যেকার শারীরিক বিভিন্নতা–যেখানে আমরা যুক্তিসিদ্ধভাবে আমাদের অমানবিক (Non-human) প্রাইমেট হতে উত্তরাধিকারভাবে আগত।[২৪] অর্থাৎ পুরুষপক্ষপাতিত্বকে জীববৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

Slocum পুরুষ পক্ষপাতিত্বের রূপ হিসেবে নৃবিজ্ঞানের মূল বিষয়, তত্ত্ব, পদ্ধতি, বিশ্লেষণ ও সমস্যা নির্ধারণের রূপকে চিন্তা করেছেন। প্রাথমিকভাবে পুরুষ কর্তৃক নৃবিজ্ঞানের বিকাশ ও অনুসরণ যেমন হয়— একইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে নারীর বিষয়েও তেমন ভাবে প্রযোজ্য। তবে খুব জোরালোভাবে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন আসে তখনই যখন বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়। মানবপ্রাণীর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই এ পক্ষপাতিত্ব কাজ করে। Slocum অমানবিক প্রাইমেট পূর্বপুরুষ হতে হোমোসেপিয়ানের বিবর্তনের পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে পশ্চিমা পুরুষ পক্ষপাতিত্বকে ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে Sherwood Washburn and C. Lancaster (1968)-এর দ্বারা "Man the Hunter" এর ধারণা। তবে "Man the Hunter" এর ধারণাটি দ্ব্যর্থক ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাদের মতে, পুরুষরা যেহেতু শিকার করে সেহেতু সাধারণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে শিকার চিহ্নিত হয়। ফলে জীবনধারা এবং সম্পূর্ণকর্মের ধরন হিসেবে শিকার সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বলা হয়–"The biology, psychology and customs that separate us from the apes-all these we owe to the hunters of time past."[২৫]

শিকারের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য পুরুষের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নারীর অনুপস্থিতির রূপ লক্ষ্য করা যায়। এ কর্মকান্ডের মধ্যে মানব প্রজাতি বিশেষভাবে পুরুষের মানসিকতা, জৈবিকরূপ ও প্রথার উপর নির্ভর করে বলেই মানব সমাজ তার (নারী) একটি অংশকে ত্যাগ করে। এক্ষেত্রে, Man the Hunter-এর বিষয়টি শুধুমাত্র অসামঞ্জস্য নয়— এর সাথে রয়েছে পুরুষের শিকার করার ইচ্ছার সাথে মানুষের মৌলিক অভিযোজন। তবে তা শুধু ঘটনার ক্ষেত্রে পক্ষপাতকেই বুঝায় না, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মানববিবর্তনের যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত ধারা।[২৬] Slocum এর মতে– ফসিল ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন অস্থি। এমনকি, পাথরের বিভিন্ন যন্ত্রের সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি। সোজা হয়ে চলা, মগজের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, যন্ত্র তৈরির ক্ষমতাবৃদ্ধি, সবকিছুকে

মিলিয়ে পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে গিয়ে শিকার ও সংগ্রহের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কাজের সুবিধার্থে শ্রমবিভাজনের ফলে একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে শিকার ও সংগ্রহের যাত্রা শুরু করে, যা পরবর্তী বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে পক্ষপাতিত্বে রূপ নেয়।[২৭]

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রত্যেক মানব ব্যক্তির মধ্যে পুরুষ থেকে অর্ধেক ও নারী থেকে অর্ধেক জীন বিদ্যমান। এক্ষেত্রে নারীর সকল জীনের মধ্যে পুরুষের পূর্বপুরুষ হতে (দাদা-বাবা) ও পুরুষের সকল জীনের মধ্যে নারীর পূর্বপুরুষ হতে (নানা-মা) কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। তবে গর্ভাবস্থায় শিশুকে নারী শুধু বহন করে নেয়। পুরুষ ও নারীর মানসিকতা, স্বাভাবিক যোগ্যতা, বুদ্ধিসত্ত্বা ইত্যাদির মান প্রায় একই। বিভিন্নতা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে রয়েছে ঠিকই-তবে তা লিঙ্গভিত্তিক নয়।[২৮] কিন্তু বিশ্লেষণ কিংবা বর্ণনার সময় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু নারী বংশধারাকে শুধু বহন করে-তাই নারীকে নিম্নতর, কমবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্মে অক্ষম ইত্যাদি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়- যেখানে মূলতঃ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করাযায়।

প্রত্যেক মানব সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটের মূলধারায় দেখা যায় পুরুষের তুলনায় নারী কোন না কোনভাবে অধস্তন ও লিঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে অসমতা বিদ্যমান। যদিও নারী গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবান্বিত ব্যক্তি হয়-তথাপি সমাজে পুরুষের সামাজিক মর্যাদা সাধারণভাবে স্বীকৃত এবং সাংস্কৃতিকভাবে মূল্যবান কর্তৃত্বের অভাব নারীর মধ্যে বিদ্যমান বলে রোজাল্ড উল্লেখ করেন।[২৯] তিনি কাঠামোবাদের মডেলের সাথে সম্পর্কিত করে মানবজীবনের মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষকে "Public" এবং নারীকে "Domestic" এর সাথে তুলনা করেন। "Domestic" কে তিনি এখানে এক বা একাধিক মা ও সন্তানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মকান্ডকে বুঝিয়েছেন এবং "Public" কে বুঝিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কযুক্ত মর্যাদা সম্পন্ন সংগঠন বা বিশেষভাবে মা-সন্তান কে গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা। তিনি নারীকে "Domestic sphere" এবং পুরুষকে "Public sphere" হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। যদিও বিভিন্ন সমাজে সামাজিক ও মর্তাদর্শগতভাবে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।[৩০] তবে সমাজে নারী তার অবস্থান জন্মগতভাবে পায়না তাকে তার নিজস্ব অবস্থান তৈরী করে নিতে হয় এবং তখন সে মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং কখনও কখনও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। ফলে নারীর মর্যাদাকে অর্জিত এবং পুরুষের মর্যাদাকে আরোপিত মর্যাদা বলা হয়। তিনি গৃহের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত মূল্য ও মর্যাদার সাথে নারীকে এবং

সামাজিক বিশ্বের ক্ষমতা ও মর্যাদার সাথে পুরুষকে তুলনা করেন। ফলে "কাজ" (Work) এবং "গৃহের কাজ" (Home work) এর ধারণার সূত্রপাত হয়—আর সমাজে পুরুষের আধিপত্য বা পুরুষতান্ত্রিকতায় নারীর কাজকে কাজ হিসেবে মূল্যায়ন না করে "দায়িত্ব" হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় যেখানে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের রূপ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নারীকে "প্রকৃতি"র (Nature) সাথে ও পুরুষকে "সংস্কৃতি"র (Culture) সাথে তুলনা করা হয়-যা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর"।[৩২]

নৃবিজ্ঞানে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে-তথা পুরুষ পক্ষপাতিত্বের রূপের ক্ষেত্রে Ardener ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন করেন। Ardener এর মাধ্যমে সামাজিক নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের জন্য মডেলের বিকাশ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য মডেল প্রথম স্বীকৃত হয়। তিনি "বাকশক্তিহীন গোষ্ঠী" (muted group) এর তত্ত্ব প্রদান করেন-যেখানে তাঁর যুক্তি হচ্ছে আধিপত্য গোষ্ঠী সমাজে বিদ্যমান এবং তারা আধিপত্য প্রকাশের উপায় নিয়ন্ত্রণ করে। আধিপত্যের কাঠামোর মাধ্যমে বাকশক্তিহীন গোষ্ঠী হচ্ছে নীরব। সমাজে নারীকেই একমাত্র বাকশক্তিহীন গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর তত্ত্বে বাকশক্তিহীন সম্পূর্ণভাবে নীরব বুঝায়না বরং অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে তারা (নারী) অবহেলিত। তাঁর মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে "বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী" (world views) বা সমাজের মডেলের (models of society) পার্থক্য রয়েছে।[৩৩] তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পুরুষ তথ্যপ্রদানকারী তার নিজের বিষয়কে বলার সময় প্রাধান্য দেয় এবং গবেষক (পুরুষ বা নারী) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় পুরুষ ভিত্তিক নিয়মানুবর্তিতায়। ফলে নৃবিজ্ঞান নিজেই বিশ্বের পুরুষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিদ্যমান। এমনকি, ভাষাগত ধারণার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সংস্কৃতি "man" বা মানুষ সমগ্র সমাজ হিসেবে সমাজের মানবজাতি হিসেবে চিহ্নিত। নৃবিজ্ঞানীরা অনুধাবন করে যে পুরুষ দৃষ্টিভঙ্গী মানেই হচ্ছে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে Ardener-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে নৃবিজ্ঞানে পুরুষ এথনোগ্রাফারের এবং তথ্যপ্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিই পুরুষ পক্ষপাতিত্ব নয় এবং নৃবিজ্ঞানীরা নারী ও পুরুষের নিজ সংস্কৃতির পুরুষ মডেল হতে অন্য সংস্কৃতির পুরুষ মডেলকেই ব্যাখ্যা করে। ফলে নারীর মডেল অপ্রকাশিত থাকে। কারণ, তত্ত্বই নির্ধারণ করে আমরা কি সংগ্রহ করবো, কিভাবে বিশ্লেষণ ও উপাত্ত উপস্থাপন করবো—ফলে সেখানে নিরপেক্ষতা স্বাভাবিভাবেই থাকেনা।

আরেক ধরনের রূপ হচ্ছে- তাত্ত্বিকভাবে ও গবেষণার ক্ষেত্রে নিজ সমাজ তথা সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থেকেও নৃবিজ্ঞানে পক্ষপাতিত্ব কাজ করে- যাকে আমরা নৃবিজ্ঞানে স্বজাত্যবোধ (Ethnocentrism) বলে থাকি। এছাড়া,

কৃষ্ণাঙ্গ (Black) নৃবিজ্ঞানী ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীদের নৃবৈজ্ঞানিকতত্ত্ব এবং লেখায় রেসভিত্তিক অনুমান লক্ষ্য করা যায়। যেমন : Lewis, 1973; Magubane, 1971; Owusu, 1979; Amos and Parmar 1984; Bharnawi and Coulson 1986. নৃবিজ্ঞানে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্বের সমস্যার প্রবণতা বিদ্যমান যা থেকে স্বজাত্যবোধের ধারণাকে স্বীকার করা হয়।[৩৫] এক্ষেত্রে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্বের রূপ তারা (পশ্চিমা) ছাড়াও তাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যেও রয়েছে। উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশের ফলেও নৃবিজ্ঞানে পক্ষপাতিত্ব কাজ করে কারণ, ঐ সময়কার ধ্যানধারণা বিভিন্নভাবে সমাজে ক্রিয়াশীল হয়। আর তা থেকে নব্য সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের জন্ম হয়। নৃবিজ্ঞান সবর্দাই আত্মীয়তা সম্পর্ক, আচার–অনুষ্ঠান, অর্থনীতি, লিঙ্গীয় রূপ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যেখানে বস্তুতঃ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা যায়। উল্লেখ্য শুধুমাত্র নারীবাদী নৃবিজ্ঞান একাই নয়–এর সাথে লিঙ্গ, রেস ও শ্রেণীর মধ্যস্থতা বিদ্যমান কিংবা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হতে পারে যা আবার উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন ও আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে সংশ্লিষ্ট। মার্কসীয় নৃবিজ্ঞান, বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব, ঐতিহাসিকতা, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানী ও সামাজিক বিজ্ঞানে অন্যান্য অনেক ধারা সমান্তরালভাবে কাজ করে। ফলে ভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হয়। অর্থাৎ নারীবাদীদের জন্যই শুধু তা বিশেষ কোন সমস্যা নয়।[৩৬] তা হচ্ছে মুলতঃ সামগ্রিক সমস্যা। কেননা সমাজের মতাদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির উর্ধ্বে কোন মানুষ নয়—আর তাই তা শুধু নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। সামগ্রিকভাবেই এসব বিষয়ের অবতারণা হওয়া উচিত। পরবর্তী অংশে আমি নৃবিজ্ঞানে পুরুষ আধিপত্য তথা নারী অধস্তনতার কারণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পুরুষ আধিপত্য তথা নারী অধস্তনতার কারণ :

পুরুষ আধিপত্য তথা নারী অধস্তনতার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যা কাজ করে তা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা, সামাজিক মতাদর্শ ও লিঙ্গীয় অসমতা। তবে পুরুষ আধিপত্য সাংস্কৃতিক কারণে বেশী হয়। মহিলা নৃবিজ্ঞানী Ortner নারী অধস্তনতাকে ৩টি মাত্রায় ভাগ করেন।

(ক) সাংস্কৃতিক ভাবে সার্বজনীন ঘটনা হিসেবে (universal fact) প্রত্যেক সমাজে নারীর মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা হয়।

(খ) সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ, প্রতীকস্বরূপ সমাজকাঠামোগত রূপ যদি নারীর প্রেক্ষাপটে হয় তবে সার্বিকভাবেও তা সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হয়। এবং

(গ) নারীর কর্মকান্ড, অবস্থান, ক্ষমতা, প্রভাব বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মতাদর্শে পার্থক্য লক্ষণীয়।[৩৭]

Ortner এর প্রথম ও দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। তৃতীয় রূপ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব হচ্ছে–যে কোন সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে নারীর ক্ষমতা মূল্যহীন ও অস্বীকৃত। এমনকি সংস্কৃতি সম্পর্কে মতাদর্শগত গভীর ধারণা ছাড়া ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তুচ্ছ বিষয়।[৩৮] অন্যভাবে, যদি নারীর ক্ষমতা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় পুরুষের চেয়ে বেশী হয়–তবে তা নির্দেশ করেনা যে তারা অধস্তন নয়। সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে তাদের অধস্তনতার ধারায় ক্ষমতাকে তুচ্ছ করা হয়। তাঁর মতে নারী অধস্তনতা হচ্ছে সংস্কৃতির একটি অংশ–অন্যদিকে, কর্মকর্তা (actors)–এর মাধ্যমে প্রকাশ করা কিছু বিষয়ই নারীর অধস্তনতার মূল ব্যাপার নয়, বরং সমাজের মতাদর্শের মধ্যেই তা অধিক নিহিত। সমাজে নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষমতার সাথে নারীর অধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষণকারীর দৃষ্টিতেও দেখা যায় যে সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ (phenomena) লোকের সংস্কৃতির একটি অংশ। নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নেয় যে সকল সমাজের মধ্যে নারীর সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়ন বিদ্যমান। (যেমনঃ Rosaldo and Lamphere, 1974; Ortner, 1979; Kessler, 1976). ফলে আমাদের সমাজের সংস্কৃতির ভিত্তিই হচ্ছে নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব। তাতে সমাজে পুরুষ নৃবিজ্ঞানীর সংখ্যাবৃদ্ধি কোন ব্যাপার নয়–তা হচ্ছে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। এমনকি সমগ্র সমাজের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারী বিষয়ক বিষয়কে উপেক্ষা করে।

নৃবিজ্ঞানীদের সমাজ সম্পর্কে পর্যালোচনায় নারী ও পুরুষ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন মডেলকে কেন্দ্র করে Ardener বিতর্কিত কিছু বিষয়ের অবতারণা করেন যার মধ্যে নারী অধস্তনতার বিষয় নিহিত। এক্ষেত্রে প্রশ্নের জন্ম হয় যে, মহিলা নৃবিজ্ঞানীরা তাদের পুরুষ সহকর্মী হতে ভিন্নদৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখে কি? যদি তাই হয় তবে নারী সম্পর্কিত পর্যালোচনায় তাদেরকে কি বিশেষ কোন সুবিধা দেয়া হয়? তবে কি এখানে ''পুরুষ পক্ষপাতিত্বের" স্থলে ''নারী পক্ষপাতিত্ব" কাজ করবে না? যদি পুরুষের দৃষ্টিতে বিশ্বের মডেলকে অপর্যাপ্তভাবে দেখা হয় তবে নারীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে অসম্পূর্ণ মনে হবে না কেন? তবে কি

তাদের পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে মহিলা সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনায় বেশী যোগ্য? এর সবকিছুই বির্তকিত।[৩৯] যদিও মহিলা এথনোগ্রাফার Shapiro মানবসমাজের তুলনামূলক পর্যালোচনার কথা বলেন। তবে কি মহিলা এথনোগ্রাফার শুধুমাত্র নারী বিষয়ক বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে কিংবা তাদের গন্ডী কি নারী বিষয়ক নৃবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে? বস্তুতঃ নারীর নৃবিজ্ঞানের গন্ডীও হচ্ছে সমগ্র সমাজের বিষয় সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা। এমনকি, নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নারী, নারীর অবস্থান, নারীর অধঃস্তনতা এবং পুরুষ আধিপত্যের বিষয় সার্বিকভাবে ব্যবহার কোন বিশ্লেষণাত্মক অর্থবহন করেনা। বরং সামগ্রিকভাবে মতাদর্শগত উৎস্য হতেই এর পুংখানুপুংখ বিচার সম্ভব। আর তারই প্রেক্ষাপটে সমাজের মতাদর্শ। পিতৃতান্ত্রিকতার মধ্যেই নারীর অধঃস্তনতা নিহিত। যা সমাজের নারী কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেরাই আত্মস্থ করে। মোটকথা, শুধুমাত্র একটি বিষয়কে জানা হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের সমগ্র ক্ষেত্রের নৈতিক বিচ্যুতি (aberration) মাত্র। পরবর্তী অংশে আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমাজে নারীর অবস্থান তথা পুরুষ আধিপত্য কিংবা প্রাধান্য কিভাবে ক্রিয়াশীল তার কিছু এথনোগ্রাফীক উদাহরণের মাধ্যমে সমাজকাঠামো, রীতিনীতি, মতাদর্শ মূল্যায়নের ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করবো। কারণ, এতে বিষয়টি সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান ঃ

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান বিভিন্ন ধরনের। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার Tiwi সম্পর্কে C.W.M. Hart States যখন পর্যালোচনা করেন তখন তিনি তাদের পৌরাণিক ও জীবিকা নির্বাহের কৌশলকে অগ্রাহ্য করে বংশসংক্রান্ত রূপকে জোর দেন।[৪০] নৃবিজ্ঞানে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী ও কাঠামোবাদী, যেমনঃ ডুর্খাইম, ওয়ারনার ও লেভিস্ট্রসের বক্তব্য হচ্ছে যে–পবিত্র হিসেবে পুরুষ ও পার্থিব হিসেবে নারী বা নায়ক হিসেবে পুরুষ ও নায়িকা হিসেবে নারী। আর একই সময়ে নারী হচ্ছে অবমূল্যায়িত অনুপযোগী যেখানে নির্দিষ্ট করা হয় যে, তারা (পুরুষরা) হচ্ছে কর্তা– যার সাথে জড়িত যে কোন কর্মকান্ড।[৪১]

জে. জে. ব্যাকেফন তাঁর গ্রন্থ Das Mutterrecht (1861)-এ নারীর অতীতের প্রাধান্যের ঘটনা উল্লেখ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে অবাধ যৌনাচার থেকে নারীই মাতৃতান্ত্রিকতায় সমাজকে নিয়ে যায়। মায়ের শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নিয়ম সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিফলন হিসেবে ধর্মীয় দিক থেকে

সমৃদ্ধিশীলতাকে জোর দেয়া হয়। ফলে পুরুষরা বিদ্রোহী হয় ও পিতৃতান্ত্রিকতা বিকাশ লাভ করে এবং এর সাথে সাথে ''স্বর্গীয় পিতার নীতি" (divine father principle)-এর উপর জোর দেয়া হয়। দেখা যায় যে- প্রাথমিক অবস্থায় নারীর ক্ষমতা পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৪২] P. Kaberry and J. Goodale যথাক্রমে Aboriginal Woman FmÄ Tiwi Wives এর উপর কাজ করেন। তারা আদিম নারীদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি তুলে ধরেন। তারা তাদের (নারীর) গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরেন এবং দেখান যে, তাদের পবিত্র ভূমিকার প্রকৃতি ও পুরুষ দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকারের প্রেক্ষিতে পবিত্র রাষ্ট্র হতে নারী বাইরে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার টোটেমিক অনুষ্ঠান সমগ্র সামাজিক সংগঠনের প্রতিফলন করে। যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে যুদ্ধের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়েছে।[৪৩] যাকে Kay Milton 'Female bias' বা নারী পক্ষপাতিত্ব বলেছেন।[৪৪] লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রমবিভাজনের প্রেক্ষিতে Ashely Montagu (1937) বলেন যে .... Women are nothing but "domesticated cows." যদিও Malinowski-এর বক্তব্য হচ্ছে Women are forced to do the heavier work "by the 'brutal' half of sociaty" and that "the relation of a husband to a wife in its economuc aspect [is] that of a master to its slave."[৪৫]

Mason-এর প্রথমদিকের গ্রন্থ Women's share in primitive Culture এবং Briffault-এর The Molthers এর এথনোগ্রাফীক ব্যাখ্যায় বলা হয় যে- (ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উপজাতীয় প্রশাসনিক কাজে নারীর ভূমিকা, (খ) খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৌশলের আবিষ্কারক হিসেবে এবং বাক্স, চামড়ার, জিনিস, বুননবস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তাদের (নারী) ভূমিকা এবং (গ) ধর্মীয় জীবন ও রীতিনীতিতে তাদের অংশ গ্রহণ।

এখানে দেখা যায় যে, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নারীরা জড়িত। কিন্তু তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে-বেশীরভাগ এথনোগ্রাফার কর্তৃক তথ্যে ভ্রান্তি থাকে এবং জনগণের উপর উপনিবেশবাদের প্রভাবের ফলে সাধারণতঃ পুরুষের কর্মকান্ডের উপর জোর দেয়া হয়। যেখানে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

মীড (১৯৩৫) তাম্বুলীদের মধ্যে দেখেন যে নারী হচ্ছে ব্যবসায়ী পরিবারের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকারী। পাশাপাশি পুরুষ হচ্ছে শিল্পী ও রীতিনীতি বিশেষজ্ঞ। যদিও পুরুষের উদাসীনতার জন্য নারীদের সামান্য মর্যাদা রয়েছে তবুও তাদেরকে নৈতিকতা এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের বলা হয়। আফ্রিকার

কিছু সমাজে যেমন Yoruba সম্পর্কে Lloyed (1965) দেখিয়েছেন যে–নারীরা খাদ্য সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, টাকা একত্রিত করে ও গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ব্যবসা করে। যদিও তাদের স্বামীর সামনে স্ত্রীরা বাধ্যগত এবং তুচ্ছ ব্যক্তিত্ব। [৪৭]

Nancy Chowdorow মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবারের কাঠামো ও নারীর ব্যক্তিত্বের রূপ দেখানোর চেষ্টা করেন। প্রাপ্তবয়স্কের Sex-role আচরণের সাথে তাঁর তত্ত্ব জড়িত। জন্মের পর প্রাথমিক অবস্থায় পরিবার থেকেই ছেলে ও মেয়ের আচরণ নির্ধারিত হয়। যুবতী মেয়ে মায়ের কর্মকান্ডকে অনুসরণ করে। ফলে সে আস্তে আস্তে "ছোট মা" তে পরিণত হয়। মানসিকভাবে তাদের সব আচরণই হচ্ছে প্রাকৃতিক। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করে পরিবার কাঠামোকে কেন্দ্র করে। [৪৮]

Elizabeth Faithorn তাঁর "The Concept of Pollution Among the Kafe of the Papua New Guinea Highlands" (1975) প্রবন্ধে দেখান যে, নারীরা শুধুমাত্র পুরুষকেই অশুচী করেনা বরং তারা নিজেকে ও অন্যান্য নারীকেও অশুচী করে। একইভাবে পুরুষও নারী ও পুরুষকে অশুচী করে। কিন্তু অশুচির ধারণা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে শুক্র (Semen) বা ঋতুস্রারের রক্ত (menstrual blood) অপবিত্রভাবে মোটেও ক্ষমতাবান নয়–কারন, তা সন্তানের জন্ম দেয়। এটা তখনই বিপদজনক হয়–যখন ব্যক্তি বিশেষ তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। [৪৯] প্রত্যেক সমাজে অভিজ্ঞাতালব্ধভাবে নারীকেই অশুচী হিসেবে দায়ী করা হয়। কিন্তু নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেন যে–যেখানে পুরুষ আধিপত্য সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ (phenomena) হিসেবে সার্বজনীনভাবে কাজ করে–সেখানে এ ধরনের অবস্থা হচ্ছে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের একটি রূপ। Kafe সমাজের অশুচীর ধারণায় নারীর সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়ন করা খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ অশুচীকে সাধারণভাবে শুধু নারীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এটা পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমনকি অশুচীর প্রসঙ্গে শুধুমাত্র শুক্র বা ঋতুস্রাবের রক্তকেই ধরা উচিত নয়। ফলে অশুচী বিষয়টি পুরুষ ও নারীর পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ধারণাগত বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে একটি মতাদর্শগত রূপ। একইভাবে Lindenbaum এর যুক্তি হচ্ছে যে–-----Iideas of female pollution are correlated with population pressure on scarce resources and that the greater the fear of female pollution. Thus "fear the pollution is a form of ideological birth control." [৫০]

Reiter দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রান্সের ক্ষুদ্রগ্রাম কলপাইডে (Colpied) মাঠকর্ম করেন। কলপাইডের নারী সম্পর্কে তিনি বলেন ...."are quick to demean the public sphere in which men operate as having less value than their own....... They are secure within their realm and do not experience their position as inferior to men.[৫১] কলপাইডে নারীকে অধস্তন হিসেবে পুরুষকে যদি সম্মান করা হয় তবে নারীরা তা গ্রহণ করেনা বরং তারা পুরুষের কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করে থাকে। আবার নারীকে অধস্তন হিসেবে সংস্কৃতিতে বিবেচনা করে যুক্তি দাঁড় করানোও কঠিন। এটা অস্বীকার করা যায়না যে তাদের সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে পুরুষ আধিপত্য বিদ্যমান। তবে এটাও সত্যি যে, নারীর আধিপত্যও বিদ্যমান। একজন নারী তার পরিবার ও সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকার ক্ষেত্রে পরিবর্তন কখনও সমতা আনতে পারেনা।[৫২]

এস্কিমো নারীদের উপর Briggs কাজ করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এস্কিমো পুরুষ ও নারীর ভূমিকা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন এবং পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকা বিদ্যমান। পুরুষ শিকার ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রধান হিসেবে কাজ করে এবং নারী ঘরে প্রধান হিসেবে থাকে। Briggs এস্কিমো পুরুষ ও নারী সম্পর্কে বলেন যে—যদি নারীর চেয়ে পুরুষ বেশী বুদ্ধিমান বা ভাল বিচারক হয়-তবে তা বলা উচিত নয় যে-পুরুষ কোন বিষয় সম্পর্কে যে বিচারের রায় দেয়, তা উত্তম কিংবা নারী কোন বিষয় সম্পর্কে যে রায় দেয় তা উত্তম। বস্তুতঃ পুরুষ যদি তার পরিবারের কিছু সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে তবে এটা সর্বজন স্বীকৃতভাবে যুক্তিসঙ্গত নয় যে নারীর চেয়ে পুরুষ উত্তরাধিকারভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।[৫৩]

নিউগিনির কিছু অংশে দেখা যায় যে-পুরুষরা উৎপাদন করে yam বা আলু এবং নারীরা উৎপাদন করে sweet potato বা মিষ্টি আলু। আলু হচ্ছে মর্যাদা সম্পন্ন খাদ্য। এক্ষেত্রে উভয়েই উৎপাদন করছে কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে পুরুষের আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য মর্যাদা সম্পন্ন খাদ্য তারাই উৎপাদন করে। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই এটা ভিন্নতর রূপ লাভ করে এবং সমাজই এককভাবে একদিককে প্রাধান্য দেয় বেশী।[৫৪] একইভাবে ধর্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষ কর্তৃক নারী ধর্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজের মানুষ তথা সমাজ শুধুমাত্র নারীকেই দোষারোপ করে বা নিন্দার চোখে দেখে। এ ধর্ষণের সাথে যে একজন বা কয়েকজন পুরুষ জড়িত ছিল সমাজের মানুষ সম্পূর্ণভাবে তা ভুলে যায়। কেউ যদি চুরি করে তবে সেখানে চোরের শাস্তি হয় কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে-পুরুষ আধিপত্য ও পিতৃতান্ত্রিক মতার্দশের কারণে দেখা যায় যে-যার ঘরে চুরি

হয়েছে–সে নিজে তো ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেই –সমাজও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। অপরদিকে, চোর ব্যক্তিটি পুরুষ বিধায় সম্পূর্ণভাবে বেঁচে যাচ্ছে। এখানে এ উদাহরণের মাধ্যমে এবং উপরোক্ত সাংস্কৃতিক অবস্থায় আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে–পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, সমাজে ক্রিয়াশীল মতাদর্শই পুরুষ পক্ষপাতকে প্রকট করছে। এমনকি, সমাজে নারীকে ব্যক্তি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়না। বরং তাকে নারী বা মেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচিত করা হয়। যার প্রেক্ষিতে সমাজে পাবলিক, প্রাইভেট, সংস্কৃতি–প্রকৃতি, নারী–পুরুষ ইত্যাদি ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উপসংহার ঃ

বস্তুতঃ উপসংহারে বলা যায় যে, নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব কিংবা এথনোগ্রাফীক ব্যাখ্যাই পুরুষ পক্ষপাতিত্বকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিতে পারেনা। কারণ, সমাজের সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপাতিত্ব কাজ করে। নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা পুরুষ আধিপত্যকে নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মুল্য প্রদান করেন। তবে এটা শুধুমাত্র কোন দূর্বল বিষয় নয়। লিঙ্গের ভিত্তিতে যখনই পার্থক্য তৈরী হয়–তখনই পুরুষ আধিপত্য তথা প্রাধান্যের প্রশ্ন আসে। উল্লেখ্য যে, প্রাধ্যন্য ও পক্ষপাতিত্ব এক বিষয় নয়। প্রাধান্য ও আধিপত্য আছে বিধায়ই পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান। অর্থাৎ সমাজে উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি, এথনোগ্রাফীক ব্যাখ্যায়ও দেখা যায় যে, সমাজের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এক এক সমাজে পুরুষ আধিপত্যের ধরন এক এক রকম। পুরুষ আধিপত্য সমাজের সাংস্কৃতিক বিষয় হিসেবে বিদ্যমান এবং সমাজের সামগ্রিক কাঠামোকে বাদ দিয়ে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সমাজের মতাদর্শ কিংবা বোধের মধ্যেই তা অন্তর্নিহিত। সংস্কৃতি, পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা, প্রভাব, মতাদর্শগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানে বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক ধারা হিসেবে যখন নৃবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে তখনই 'নৃবিজ্ঞান চর্চায় পুরুষ নৃবিজ্ঞানী ঃ প্রাধান্য না পক্ষপাতিত্ব'–এর বির্তক আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাবে এবং পুরুষ আধিপত্য কিংবা প্রাধান্যের ভ্রান্তি আর সমাজে বিদ্যমান থাকবে না।

তথ্যনির্দেশঃ

১. Moore, H.L., 1989, *Feminism and Authropology*, Cambridge, U.K. Polity Press, P.1

২. উপরোক্ত, *Feminism and Authropology*, Combridge, U.K. polity Press, P.1

৩. বিস্তারিত দেখুন, Douglas, M., 1987, "Cultural bias" (Oce, pap. R. Anthrop, Inst, 35) London: Royal Anthropological Institute

৪. বিস্তারিত, Speckmann, J.D., 1967, Social *Surveys In Non western Areas*. In *Anthropologists in the field* (eds) D.G. Tongmans and P.C.W. Gutkind, Assen: Van Gorcune

৫. Johnson, A.W., 1978, *Research Methods In Social Anthropology*. London : Edward Arnold

৬. Brown, J.K., 1970. 'Economic Organization And The Position of Women among the Iroguois,' *Ethnohistory*, 17, PP. 151-67

৭. Milton, K., "Correspondence," *Man* -The Journal of the Royal Authoropological Institute, Vol. 14, No : 4, Dec. 1979, P. 750

৮. উপরোক্ত, পৃঃ ৭৫২

৯. Moore, H.L., পূর্বোক্ত, পৃঃ ১

১০. Reiter, R.R., 1975, "Introduction," In *Toward on Anthropology of Women* (ed) R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, P.12

১১. Webster, P., 1975, "Matriarchy : A vision of Power", In *Toward an Anthropology of Women* (ed) R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, P.182

১২. Rosaldo, M. Z and Lamphere, L., 1974, 'Introduction' In *Woman, Culture and Society* (eds) M.Z. Rosaldo and L. Lamphere, Stanford, University Press, P. 2

১৩. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা–২

১৪. Moore, পূবোক্ত, পৃষ্ঠা–৬

১৫. Rosaldo and Lampere, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২

১৬. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা–৩

১৭. বিস্তারিত দেখুন, Sacks, K., 1975, "Engels Revisited : Women, the organization of production and private Property," In *Toward an Anthropology of Women* (ed) R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, PP. 211-234.

১৮. Rosaldo, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩

১৯. Milton, K., 'Male bias in Anthropology?' *Man*, the Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 14, No :1, March 1979, P.42

২০. Reiter, R.R., 1975, Introduction পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১

২১. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা–১৪

২২. বিস্তারিত দেখুন, Leacock, E.B., 1977, *Introduction to Frederick Engles, The Origins of the Family, Privte property and the state* (ed) E. Leacock, London, Lawrence and Wishart

২৩. Reiter, R.R., 1975, 'Introduction', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬

২৪. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬

২৫. Slocum, S., 1975, "Woman the gatherer : male bias in Anthropology," In *Toward an Anthropology of Women* (ed) R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, P. 38

২৬. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯

২৭. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১

২৮. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২

২৯. Resaldo, M.Z., 1974 "Woman, Culture and Society: a theoretical overview," In *Women, Culture and Society* (eds) M.Z. Rosaldo and L. Lamphere, Stanford, University Press, P. 17

৩০. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩

৩১. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮

৩২, বিস্তারিত দেখুন, Brown P. and Jordanova, L.J., 1985, "Oppressive Dicholonics: the nature/culture debate," In *Women in Society : Interdisciplinary Esssays (edsw),* The Cambridge Women's Studies group, London, Virago Press, PP. 224-241

৩৩. Moore, পূর্বোক্ত – ৪

৩৪. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪

৩৫. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-৮

৩৬. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-১০

৩৭. Ortner, S., 1974, "Is Female to Male as Nature is to Culture," In *Women, Culture and Society* (eds) M.Z. Rosaldo & L. Lamphere, Stanford, University Press, PP. 68-69

৩৮. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯

৩৯. Moore, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫

৪০. Rohrlich-Leavitt, R., and others-1975, "Aboriginal Woman: Male and Female Anthropological Perspectives" In *Toward an Anthropology of Women* (ed), R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, P.113

৪১. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৩

৪২. বিস্তারিত দেখুন, Webster, P., 1975, 'Matriarchy : A Vision of Power,' In *Toward an Anthropology of Women* (ed) R:R. Reiter, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৪১–১৫৬

৪৩. বিস্তারিত দেখুন, Rohrlich-Leavitt, R., 1975, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১১০–১২৬

৪৪. Milton, K., "Correspondence." পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭৫২

৪৫. Rohrlich-Leavitt, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা –১১৪

৪৬. Leacock in Engels, 1977, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৭

৪৭. Rosaldo, 1974, 'Women, Culture and Society : A threorical overviews', In *Women, Culture and Society* (eds), Rosaldo and Lamphere, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯–২০

৪৮. বিস্তারিত দেখুন, Chodorow, N., 1974, 'Family Structure and Feminine Personality'. In *Women, Culture and Society* (eds), M.Z. Rosaldo and L. Lamphere, Stanford, University Press PP. 43-66

৪৯. বিস্তারিত দেখুন, Faithorn, E., 1975, 'The Concept of Pollution Among the Kafe of the Papua New Guinea Highlands,' In *Toward an Anthropology of Women* (ed), R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, PP.127-140

৫০. উপরোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৩১

৫১. Reiter R.R., 1975, 'Men and Women in the South of France : Public and Private Domains.' In *Toward an Anthrpplogy of Women* (ed), R.R. Reiter, New York, Monthly Review Press, P. 272

৫২. বিস্তারিত দেখুন, Reiter, R.R. , 1975, উপরোক্ত, পৃষ্ঠা : ২৫২–২৮২

৫৩. Milton, K., 'Male bias in anthropology?' *Man* , পূর্বোক্ত, Vol, 14, No : I, March P. 46

৫৪. বিস্তারিত দেখুন, Ortner, S.B., 1986, 'Gender and Sexuality in hierarchical Societies : The case of polynesion and some comparative implications' -In *Sexual Meanings : The Cultural Construction of Gender and Sexuality* (eds), Ortner, S.B., and Whitehead, Cambridge, University Press, London, PP. 359-409